

## গম



**পুষ্টি মূল্য:** গম হতে যে আটা হয় তার প্রতি ১০০ গ্রাম আটায় আমিষ ১২গ্রাম ১., শর্করা ৬৯ ৪. গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৪৮ মিলিগ্রাম, লৌহ ১১মিলিগ্রাম ৫., ক্যারোটিন ২৯ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বিমিলিগ্রাম ৪৯.০ ১-, ভিটামিন বিমিলিগ্রাম ২৯.০ ২-, আঁশ ১গ্রাম ৯., খনিজ পদার্থ ২গ্রাম ৭. গ্রাম। ২.১২ এবং জলীয় অংশ থাকে

### ভেষজগুণ:

**ব্যবহার:** গম সাধারণত মানুষের রুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া গমের কুঁড়া গোখাদ্য - হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

**উপযুক্ত জমি ও মাটি:** উঁচু ও মাঝারি দোআশ মাটি গম চাষের জন্য বেশী উপযোগী। লোনা মাটিতে গমের ফলন কম হয়।

**জাত পরিচিতি:** বর্তমানে এদেশে অধিক আবাদকৃত গম জাতের মধ্যে কাঞ্চন, আকবর, অম্মাণী ও প্রতিভা রয়েছে। তাছাড়া সৌরভ টি২ নামে (২০-বারি গম) ও গৌরব (১৯-বারি গম) উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত অনুমোদিত হয়েছে।

### গমের জাত

**কাঞ্চন:** বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ইউপিএবং সি ৩০১--৩০৬ এর মধ্যে সংকরায়ণ করে কাঞ্চন জাত উদ্ভাবন করা হয়। এ জাত ১৯৮৩ সালে অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা ৯০ টি। গাছের নিশান পাতা খাড়া। ৭-৬ সেমি। কুশির সংখ্যা ১০০-শীষ বের হতে ৬০-টি দানা থাকে। দানা সাদা এবং ৪০-৩৫ দিন সময় লাগে। প্রতি শীষে ৬৮ হাজার দানার ওজন ৪৮গ্রাম। অন্যান্য জাতের তুলনায় দানা আকারে বড়। চারা ৫২- আবস্থায় প্রাথমিক কুঁশি মাটির

উপরে অবস্থান করে। বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৬দিন সময় লাগে। এ জাতটি দীর্ঘ ১১২-সময় ধরে চাষাবাদ হচ্ছে। বর্তমানে পাতার মরিচা দাগ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় জাতটির ফলন কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৩টন ফলন হয়। জাতটি ৬.৪-৫. দেশের সকল অঞ্চলে চাষের জন্য উপযোগী। বর্তমানে সারা দেশে কাঞ্চন গম খুবই জনপ্রিয়। বাংলাদেশে প্রায় ৮০ ভাগ এলাকায় কাঞ্চন গমের আবাদ হচ্ছে।

**আকবরঃ** আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র মেক্সিকোতে ও টোবারী নামাক (ঈগগগঞ) টি জাতের মধ্যে সংকরায়ণের পর একটি কৌলিক সারি ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশে আনা হয়। পরবর্তীতে বাছায় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতটি আকবর নামে ১৯৮৩ সালে অসুমোদিত হয়। এ জাতের গাছের উচ্চতা ৮৫টি। পাতা কিছুটা হেলানো। ৭-৬ সেমি। কুশির সংখ্যা ৯০- নিশান পাতা খুবই চওড়া ও লম্বা। শীষ বের হতে ৫০দিন সময় লাগে। প্রতি শীষে ৫৫- ৫০- টি দানা থাকে। দানা সাদা৫৫, আকারে মাঝারি এবং হাজার দানার ওজন ৩৭৪২- গ্রাম। পাতার গোড়ায় সাদা অরিকল থাকে। ফসল বোনা থেকে কাটা পর্যন্ত ১০৩১০৮- দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করে ফলন হেক্টরপ্রতি ৩টন হয়। ৫.৪-৫. জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনা জেলায় এ জাতের ফলন বেশী হয়। তবে আকবর জাতের গম দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও চাষের জন্য উপযোগী।

**অম্মাণীঃ** আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র, মেক্সিকো হতে সনোরাইনিয়া /ই ৪১৬০ পি/ কৌলিক সারিটি ১৯৮২ সালে বাছাইকরণ নার্সারীর মাধ্যমে বাংলাদেশে আনা হয় এবং ১৯৮৭ সালে অম্মাণী নামে তা অনুমোদন লাভ করে। এ জাতের গাছের উচ্চতা ৮৫সেমি ৯০-, কুশির সংখ্যা ৫পাতা কিছুটা হেলানো টি। ৬-, নিশান পাতা বড়। গাছের পাতা ও কাণ্ডে পাতলা মোমের আবরণের মতো বস্তু লক্ষ্য করা যায়। শীষ বের হতে ৫৫৬০- দিন সময় লাগে। প্রতি শীষে ৫০- টি দানা থাকে। দানার রং সাদা৫৫, আকারে মাঝারি এবং হাজার দানার ওজন ৩৮গ্রাম। ৪২- পাতার গোড়ায় বেগুনিঅরিকল থাকে। বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৩দিন সময় লাগে। ১১০- উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন হেক্টরপ্রতি ৩ টন হয়। জাতটি পাতার দাগ ০.৪-৫.(ব্লাইট রোগ সহনশীলদেবীতে ।( বপনের জন্য অম্মাণী জাতের গম বিশেষভাবে উপযোগী।

**প্রতিভাঃ** থাইল্যান্ড হতে ১৯৮২ সালে প্রেরিত বাছাইকরণ নার্সারীতে কেনামক একটি ১২ ইউ- কৌলিক সারি বাংলাদেশে বাছায় করা হয় এবং ১৯৮৩ সালে তা প্রতিভা নামে অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা ৮৫টি। গাছের নিশান পাতা খাড়া। শীষ বের ৭-৬ সেমি। কুশির সংখ্যা ৯৫- হতে ৬০টি দানা থাকে। দানা ৪৫-৩৫ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা ও প্রতি শীষে ৭০- সাদা, আকারে বড় ও হাজার দানার ওজন ৪২গ্রাম। ফসল বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ৪৮- ১০৫দিন সময় ১১০- টন ৫.৪-৮.৩ লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন পাওয়া যায়। গমের প্রতিভা

জাত পাতার মরিচা ও পাতার দাগ রোগ সহনশীল। প্রতিভা জাতের গম দেশের সকল অঞ্চলে চাষ করা যায়।

**সৌরভ:** আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্রে নেকোজারী ও ভেরী জাতের মধ্যে সংকরায়ণকৃত একটি কৌলিক সারি ১৯৮৯ সালে এদেশে এনে বাছাই করা হয় যা ১৯৯৮ সালে সৌরভ (১৯-বারি গম) নামে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা ৯০সেমি। ১০০-কুশির সংখ্যা ৫টি। পাতা চওড়া৬-, হেলানো ও গাঢ় সবুজ। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। নিশান পাতার নীচের তলে মোমের মতো পাতলা আবরন থাকে। কাণ্ড মোটা ও শক্ত, ঝড় বৃষ্টিতে হেলে পড়ে না। নীচের গ্লুমের ঠোঁট বড়, প্রায় ৫ মিমি। শীষ বের হতে ৬০দিন ৭০-সময় লাগে। শীষ লম্বা, প্রতিটি শীষে দানার সংখ্যা ৪২টি৪৮-, দানার রং সাদা এবং হাজার দানার ওজন ৪০১১০-১০২ গ্রাম। বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ৪৫- দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে আবাদ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৩টন পাওয়া ৫.৪-৫. যায়। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী। সৌরভ গম দেশের প্রায় সকল অঞ্চলে চাষের জন্য উপযোগী।

**গৌরভ:** আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্রে টুরাকো ও চিলেরো জাতের মধ্যে সংকরায়ণকৃত একটি কৌলিক সারি ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে আনা হয়। খুব উৎপাদনশীল জাত হিসেবে সারিটি বাছায় করা হয় যা ১৯৯৮ সালে গৌরব নামে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য (২০-বারি গম) অনুমোদন লাভ করে। গাছের উচ্চতা ৯০টি। পাতা গাঢ় সবুজ।৬-৫ সেমি। কুশি ১০২- নিশান পাতা খাড়া, সরু ও ইষৎ মোড়ানো। নীচের গ্লুমের ঠোঁট ছোট প্রায় ২ মিমি। শীষ বের হতে ৬০-দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা ৬৫, অগ্রভাগ সরু। প্রতি শীষে ৪৫টি দানা থাকে। দানার রং ৫০-গ্রাম। ৪৮-৪০ সাদা এবং হাজার দানার ওজন জীবনকাল ১০০দিন। উন্নত পদ্ধতিতে ১০৮-টন ফলন ৮.৪-৬.৩ চাষ করলে হেক্টরপ্রতি পাওয়া যায়। জাতটি পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতার দাগ রোগ সহনশীল। এ জাতটি তাপ সহিষ তাই দেরীতে বপন করলে ভাল ফলন দেয়। বর্তমানে গম জাতসমূহের তুলনায় এ জাত ১০ভাগ বেশী ফলন দেয়। ১২-

**বপনের সময়:** গমের উচ্চ ফলনশীল জাতসমূহের বপনের উপযুক্ত সময় হল কার্তিক মাসের শেষ থেকে অগ্রহায়ণর তৃতীয় সপ্তাহ নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের) প্রথম সপ্তাহ পর্যন্তযে সব এলাকায় ধান কাটতে ও জমি তৈরী করতে বিলম্ব হয় ।( সে ক্ষেত্রে কাঞ্চন,আকবর, অম্মাণী, প্রতিভা ও গৌরব বপন করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

**বপনের পদ্ধতি:** সারিতে বা ছিটিয়ে গম বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরীর পর লাঙ্গল দিয়ে সরু নালা তৈরী করে ২০ সেমি দূরত্বের সারিতে ৪সেমি গভীরে বীজ ৫- বুনতে

হয়। সার ব্যবস্থাপনাঃ সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ইউরিয়া সারের দুই তৃতীয়াংশ এবং সম্পূর্ণ টিএসপি, এমওপি ও জিপসাম শেষ চাষের পূর্বে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া প্রথম সেচের সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সেচছাড়া চাষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সার অর্থাৎ ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ও জিপসাম শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। গম চাষে নীচে উল্লেখিত হারে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সারের নাম সারের পরিমাণশতকে সেচসহ সেচছাড়া/ সারের পরিমাণহেক্টর সেচসহ সেচছাড়া /  
৭২৯ ইউরিয়া-৮৯১ গ্রাম ৫৬৭গ্রাম ৭২৯- ১৮০-৫৬৭ কেজি টিএসপি ১৮০-১৪০ কেজি ২২০-  
গ্রাম ৭২৯-৫৬৭ গ্রাম ৭২৯১৪০১৮০- কেজি ১৪০-১২১ গ্রাম ২০২-১৬২ কেজি এমপি ১৮০-  
কেজি ৪০-৩০ কেজি ৫০-৪০ গ্রাম ১৬২ জিপসাম ৪৪৫-১১০ গ্রাম ৩৬৪-২৮৩ গ্রাম ৪৮৬-  
কেজি ৯০-৭০ কেজি ১২০ গোবর২৮ কম্পোষ্ট/-৪০ কেজি ২৮ ১০-৭ টন ১০-৭ কেজি ৪০-  
টন

**সেচও আগাছা ব্যবস্থাপনাঃ** মাটির প্রকার ভেদে সাধারণত ২ টি সেচেরও-প্রয়োজন হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময় ১৭ বপনের)-২১ দিন পরে(, দ্বিতীয় সেচ গমের শীষ বের হওয়ার সময়। (বপনের ৫৫দিন ৬০- পর৭৫ বপনের) এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় (-৮০ দিন পর( দিতে হবে। জমিতে আগাছা দেখা দিলে সাথে সাথে আগাছা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।